হালাল সনদ বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.islamicfoundation.gov.bd

পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীণ বলেন- হে মানুষ! পৃথিবীতে যা বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (আল-কুরআন ২:১৬৮)।

হালাল সনদ বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। শরীয়া বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা এবং পণ্যের গুণগত মান ও হালাল মান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে টেস্ট রিপোর্ট পাওয়ার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ প্রদান করে থাকে। হালাল সনদ ইস্যুর বিষয়ে ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিধায় হালাল সনদ ইস্যুর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল দেশেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হালাল সেক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশী পন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্যের অনুকূলে হালাল সনদ অর্জন করে বিভিন্ন দেশে হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যালসহ অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমানে হালাল সনদ প্রদানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় সেক্টর হিসেবে গন্য করা হচ্ছে। গত ৪ আগস্ট ২০১৭ খ্রি. তারিখে ওআইসির মান্যবর মহাসচিব-এর মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরী উদ্বোধন করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় তিন ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের হালাল পণ্যের মার্কেট রয়েছে। হালাল সনদ প্রাপ্তির অভাবে বাংলাদেশী পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছিল না। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদ নিয়ে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানী কারকগণ এবাজারে ইতোমধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক হালাল মার্কেটে বাংলাদেশী পণ্য প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১৬-১৮ জুন বাংলাদেশ হালাল এক্সপো-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতি, মুফাসসির, মুহাদ্দিসসহ বিভিন্ন দপ্তরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত শক্তিশালী কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক হালাল সনদ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশে যেমন ভোক্তাদের হালাল সনদ দেখে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের আগ্রহ রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দেশে সনদ ছাড়া ভোগ্যপণ্য বাজারজাত করার সুযোগও সীমিত। এ অবস্থায় দেশি-বিদেশী চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য বিদেশে রপ্তানি ও জনপ্রিয় করার জন্য হালাল সনদ বিভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হালাল সনদ নীতিমালার আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে হালাল সনদ ও লোগো ইস্যু করে থাকে। ২০০৭ সালে হালাল সনদ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ বিভাগ থেকে অদ্যাবধি খাদ্য, ভোগ্য পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রসাধন সামগ্রির ১৪০টি প্রতিষ্ঠানের ১৬৬৩টি পণ্যের অনুকূলে হালাল সনদ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে হালাল সনদ গ্রহণ করে এপর্যন্ত ৫৭টি কোম্পানী তাদের ৩০০শর অধিক পণ্য মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, ইউক্রেন, জর্জিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করছে। এটি দিনদিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদের কদরও বাড়ছে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে। অত্র বিভাগে একজন পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালকসহ মুফতি, মুফাসসির, মুহাদ্দিস সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শরীয়া বিশেষজ্ঞ ও টেকনিক্যাল কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।